দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

004

তারিখ 04 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি জাতীয় উন্নতির সহায়ক

শামসুল করিম খোকন

'পড় তোমার প্রভুর নামে' বিশ্ব নিয়ন্তার এই অমোঘ বাণী জ্ঞানচর্চার আহবান নিয়েই আপতিত হয়েছে পৃথিবীর মানুষের নিকট। অন্ধকারের আবর্তে নিমজ্জমান মানবতা যখন সত্যিকারের আলোক রশ্মি খুঁজে পাচ্ছিল না, অন্যায় ও অসুন্দরের পদমূলে নত হয়ে জীবনের ঔজ্জ্বল্যকে করছিল কলুষতায় ভরপুর, ঠিক তখনই জেগে উঠার আহবান ধ্বনি হিসেবে পুতঃপবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআন এসেছিল ধরনীতে। পড়ার মাধ্যমে জীবনের উদ্দেশ্য অবহিত হয়ে সে অনুযায়ী সঠিক ক্ষেত্রকে বিন্যস্ত করার জন্য স্রষ্টা আহবান জানিয়েছেন। তাই জ্ঞানচর্চার লক্ষ্যে নিবেদিত হওয়া প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য যেমনি ফরজ তেমনি পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায় হতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নতুন পথের উন্মোচন করে সুখী সমৃদ্ধিশালী জীবন রচনা করাও সবার অবশ্য করণীয় দায়িত্ব।

রসূল (সাঃ) তাই বলেছেন, "আমার অনুবর্তীদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞানীদের মধ্যে যারা দয়ালু তারাই সর্বোৎকৃষ্ট জানিও। আল্লাহ মূর্খের একটি পাপ মার্জনা করার পূর্বে জ্ঞানীর চল্লিশটি পাপ ক্ষমা করেন।"

"জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও অতি উত্তম।"

"যে আল্লাহর উদ্দশ্যে জ্ঞানার্জন করে সে পুণ্যের কাজ করে। যারা জ্ঞানের কথা বলে তারা আল্লাহরই ইবাদত করে।"

'তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আত্মনিয়োগ কর।'

জ্ঞান তাই অমূল্য রতন। জ্ঞানের আলো ছাড়া কেউই সত্যিকার সুন্দর জীবনের সন্ধান পেতে পারে না। সূর্যের কিরণ যেমন আঁধার বিদূরিত করে দিবসের আলো ফুটিয়ে তোলে তেমনি জ্ঞানও মানুষের হৃদয় মনের কালিমা মুছে সত্যের আলোকে উজ্জ্বল করে তোলে। জ্ঞান মানুষের 'সুস্থতার বিকাশ, দীনতা, হীনতার অবসান, ভাষার সৌন্দর্য, চারিত্রিক সৌন্দর্য প্রদান করে মানুষকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, জ্ঞানী কখনো দরিদ্র হয় না।

জ্ঞানার্জনের জন্য তাই বই পড়ায় আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে। জর্জ বার্নাড শ' বলেছেন, Book is my constant friend

কেউ কেউ বই পড়া বা বই কিনে লাইব্রেরী গড়ার মত উদ্যোগ-আয়োজনকেও অবহেলা ভরে প্রত্যাখ্যান করতে কার্পণ্য করেন না। এমনকি বই কিনাকে অপব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। এ ছাড়া আমাদের মধ্যে কারো এমনও অবস্থা—চারদিকে সুন্দর সুন্দর পত্রিকা বা বই পড়ে থাকলেও একটুখানি দৃষ্টিও যেন সেদিকে পড়ে না তাদের। জ্ঞানের কিছু তথ্য লাভেও এদের মন আগায় না। কেউ কেউ জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন না ভেবে ইচ্ছে করেই ভাল বই পড়তে উৎসাহী হন না।

এমনি কারণেই মূলতঃ আমাদের দেশ ও জাতি জ্ঞানের দৈন্যে ভগুছে চরমভাবে। নতুন জ্ঞানের সন্ধানে উন্মুখ না হয়ে অর্থ সঞ্চয়ের জন্যই সমস্ত চিন্তাকে নিবদ্ধ করায় জাতীয় চরিত্র বলতে আমাদের কিছু অবশিষ্ট নেই। অথচ জ্ঞানী-গুণী মনীষীরা এই জ্ঞানার্জনে কতই না পরিশ্রম করেছেন। কম খেয়ে বা দু'এক বেলা না খেয়ে হলেও বইপত্র কিনে পড়ে তার সংরক্ষণ করে পরবর্তী বংশধরদের সোনালী ভবিষ্যত নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন। ডাঃ লুৎফর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "অজ্ঞতার ন্যায় মহাশত্রু মানব জীবনে আর নেই। জীবনে যে অবস্থাতেই থাক না তোমাকে জ্ঞানের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। জ্ঞানের চরম সার্থকতা হলো মানুষকে ভাল-মন্দ বলে দেয়া, তার আত্মার দৃষ্টি খুলে দেয়া। তার জীবনের কলংক-কালিমাগুলো ধুইয়ে ফেলা। অর্থ আছে বলে বা কাজের অজুহাতে যাদের জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না তারা অজ্ঞাতসারে নিজদিগকে প্রতারিত করে। দাম্ভিকতা ও অর্থের প্রভাব তাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব করে দেয়।"

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষত্বের বিকাশ করা, চাকরি বা শুধু জ্ঞানার্জন নয়। জ্ঞান খুবই বড় জিনিস। যে জাতি জ্ঞানে যত উন্নত তাদের সম্মান ও ঐশ্বর্য তত উন্নত।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেন, "সর্বদা জ্ঞানচর্চার অভ্যাস গড়ে তুলবে, যে জ্ঞানে আত্ম পরিচয় লাভ করা যায় তা-ই প্রকৃত জ্ঞান।"

রসূলে পাক (সঃ) জ্ঞানার্জনকে তাক্ওয়া বা খোদাভীতি অর্জনের সহায়ক আখ্যা দিয়ে জ্ঞানার্জনে নিরুৎসাহীদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "এ রূপ না করলে অর্জিত জ্ঞানও হ্রাস পায়, যে জ্ঞান অর্জন করা হয়নি তা অর্জন করার আগ্রহ না হলে বুঝতে হবে যে, অর্জিত জ্ঞানকে কোন কাজে লাগানো হয়নি।"

তাই জ্ঞানচর্চার জন্য আমাদের সবাইকেই সচেষ্ট হতে হবে। এ জন্য যে সব পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা হলো ঃ

(১) ব্যক্তিগতভাবে প্রতি মাসে খরচের কিছু অংশ দিয়ে দু'একটি করে ভাল বই কেনা।

(২) পরিবার-পরিজনদের নিয়ে সমষ্টিগতভাবে বই পাঠের মাধ্যমে তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা।

(৩) পারিবারিক পাঠাগার গড়ে তোলা ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বই বিতরণ করা।

(৪) নিকটস্থ স্কুল, মাদ্রাসা বা মসজিদে পাঠাগার না থাকলে পাঠাগার সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান ও সেখান থেকে মূল্যবান বই এনে পড়া।